১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ২০ একরের উর্ধ্বের সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী (পরিশিষ্ট-ক)

১। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত সমিতিতে যদি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, এমন কোনো সদস্য থাকেন বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি আবদনের যোগ্য হবে না।

২। কোনো ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন/সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৩। জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

৪। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র এবং বিগত ০২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে, নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

৫। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতি নির্ধারিত ফরমে আবদনপত্র দাখিলের সময় তাদের সদস্যগণের নামের তালিকা (ছবি ও ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন। একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

৬। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, সমিতির সভার কার্যবিবরণী, সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র, ব্যাংক সলভেন্সি ও লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সমিতির সকল সদস্যের সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদী লীজ গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

৭। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির কোনো জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে পূর্বের কোনো জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোনো সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোনো আদালতে কোনো মামলা থাকলে উক্ত সংগঠন/সমিতি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না।

৮। বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ২০% পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর অনুকূলে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির জামানতের অর্থ ইজারার শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরত প্রদান করা হবে।

৯। কোনো নির্দিষ্ট জলমহালের বিপরীতে এক বা একাধিক মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন আবেদন করলে এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্তের আলোকে উপযুক্ত বিবেচিত হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

১০। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোনো অনিয়মের কারণে কোনো জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছরভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবেন, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরেজমিন পরিদর্শন/যাচাই করবেন। কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। লীজ গ্রহীতা কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোনো উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করে থাকেন, তা হলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে, জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোনো আবেদন করতে পারবেন না।

১৩। কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল বন্দোবস্ত পাবেন না।

১৪। (ক) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনকে ১ম বছরের সমুদয় রাজস্ব ও অন্যান্য করাদি পরিশোধের পর বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে লীজ চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নেবেন। যথাসময় দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোনো অজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

(খ) ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তী বছর বা ৩য় বছরের ইজারা মূল্য একই ভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া সমুদয় ইজারামূল্য পরিশাধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। এক্ষেত্রে জলমহালটি পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস পেলে অথবা জলমহালটি ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হলে অবশিষ্ট/সম্পূর্ণ টাকার দায় ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির উপর বর্তাবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৫। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১৪৩০ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোনো সময় জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং ১৪৩২ বাংলা সনের ৩০ চৈত্র তারিখ তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো কারণে খাস কালেকশন করা হয়, তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি পাবেন না।

১৬। (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোনো জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোনো প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোনো সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১৭। সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সংগঠন/সমিতিকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে। আবেদনের সাথে মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মুসক-৮" দাখিল করতে হবে।

১৮। (ক) অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূল্যমানের জলমহালের জন্য আবেদনকারী সমবায় সংগঠন/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে গৃহীত সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ভূমি আপিল বোর্ডের নিকট আপীল দায়ের করা যাবে।

(খ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা উর্দ্ধ মূল্যমানের জলমহালের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকলে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করতে পারবেন।

১৯। (ক) জলমহালের বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ/বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালত/ভূমি মন্ত্রণালয়/ভূমি আপীল বোর্ড/বিজ্ঞ রাজস্ব আদালতের মামলায় স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে বা এরূপ আদেশ আরোপিত হলে সে ক্ষেত্রে ইজারা কার্যক্রম স্থগিতাদেশ/ স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর পরিচালিত হবে।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে যে সকল জলমহালের অনুকূলে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বন্দোবস্তের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকবে সে সকল জলমহালের বিপরীতে আগ্রহী সংগঠন/সমিতি ০৩(তিন) বৎসরের জন্য বন্দোবস্তের বিষয় আবেদন করলে, তা প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্পের আবেদন/আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী গৃহীত না হলে সে ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হবে।

২০। জলমহাল বন্দোবস্ত সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজারের রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

২১। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২২। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২৩। যে সকল জলমহাল থেকে জমিতে পানি সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। ইজারাকৃত বদ্ধ জলমহালে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

২৪। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের ইজারাকৃত জলমহাল ব্যবস্থাপনার অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৫। ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোনো উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবেন না।

২৬। প্রাকৃতিকভাবে মাছের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জলমহালের একটি নির্দিষ্ট স্থানকে নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে সারা বছর পানি থাকে ও মা মাছ নির্বিঘ্নে ডিম ছাড়তে পারে এবং কোন অবস্থাতেই ঐ নির্দিষ্ট স্থানে মাছ ধরার জন্য জাল টানা যাবে না। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইজারাগ্রহীতাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে জলমহালে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে পারবে।

২৭। জলমহাল সমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচগাছের সৃষ্টি করতে হবে, যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

২৮। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৯। মামলাভুক্ত জলমহালগুলো মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর ইজারা মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ জন্য দেরীতে দখল বুঝে পাওয়া বা বছরের আংশিক সময় ভোগ দখল করা হয়েছে মর্মে অজুহাত দেখিয়ে পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা যাবে না। অনুরূপ আবেদন করা হলে তা সর্ব আদালতে আইনত অগ্রাহ্য হবে।

৩০। আবেদনপত্র যে পর্যায়ে বা সময়ে আহবান করা হোক না কেন দখল গ্রহণের পর হতে ১৪৩২ বাংলা সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ইজারা বলবৎ থাকবে। দখল প্রদানে/গ্রহণে বিলম্ব হয়েছে, বিলে পানি নেই, শুকিয়ে গেছে বা ভরাট হয়ে গেছে এরূপ অজুহাতে ইজারার মেয়াদ বর্ধিত করার আবেদন দাখিল করা যাবে না। এরূপ আবেদন সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য হবে।

৩১। ইজারার জন্য প্রস্তাবিত জলমহাল যে অবস্থায় আছে, তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে ইজারা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে জলমহালের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, অনাবৃষ্টির কারণে জলমহালে পানি না হওয়ায় মৎস্য উৎপাদন কম হয়েছে, অতিবৃষ্টি/বন্যার কারণে মাছ চলে গিয়েছে, জলমহালের আয়তন কম, পার্শ্ববর্তী সমিতির/ব্যক্তির বাধায় বা অন্য কোনো মামলার কারণে জলমহাল ভোগ করা যায়নি ইত্যাদিসহ অন্য যে কোনো কারণে জলমহালের ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি বা ইজারার অর্থ কম দেওয়ার আবেদন করা হলে তা আইনতঃ সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য হবে।

৩২। তিন বছর মেয়াদের জন্য ইজারাকৃত মহালের ইজারা মেয়াদের মধ্যে মহালটি সরকার বরাবর প্রত্যর্পণ/সমর্পন করা যাবে না।

৩৩। আবেদনপত্র বিবেচিত হলে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির সম্পত্তির হিসাব বিবরণী দাখিল করতে হবে।

৩৪। কালক্ষেপণের জন্য অযথা হায়রানিমূলক মামলা করলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতাকে কালোতালিকাভুক্ত করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৫। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহীতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩৬। কোনো সমিতি বা সমিতির সদস্যের নিকট সায়রাত মহাল ইজারার অর্থ বকেয়া থাকলে বা তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা চলমান থাকলে তার ইজারার আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না।

৩৭। ইজারার বিষয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

০২/০৭/২০২৩

(সুকান্ত সাহা)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
মৌলভীবাজার